

বিশ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পৃথিবীর বয়স → ৪৬০ কোটি বছর (৪.৬ বিলিয়ন বছর)।

আয়তন → ৫১ কোটি ৬৬ হাজার বর্গকিমি।

স্থলভাগের আয়তন → ১৪ কোটি ৮৬ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিমি (মোট আয়তনের ২৯.১%)।

জলভাগের আয়তন → ৩৬ কোটি ১৪ লাখ ১৯ হাজার বর্গকিমি (মোট আয়তনের ৭০.৯%)।

সমুদ্র এলাকার আয়তন → ৩৩ কোটি ৫২ লাখ ৫৮ হাজার বর্গকিমি।

উপকূলীয় রেখার আয়তন → ৩ লাখ ৫৬ হাজার বর্গকিমি।

পরিধি →

নিরক্ষরেখা বরাবর ৪০,০৬৬ কিমি।

মেরুরেখা বরাবর ৩৯,৯৯২ কিমি।

ব্যাস →

নিরক্ষরেখা বরাবর ১২,৭৫৩ কিমি।

মেরুরেখা বরাবর ৬,৩৫৫ কিমি।

ব্যাসার্ধ →

নিরক্ষরেখা থেকে ৬,৩৭৬ কিমি।

মেরুরেখা থেকে ৬,৩৫৫ কিমি।

সর্বোচ্চ বিন্দু → মাউন্ট এভারেস্ট, উচ্চতা ৮৮৫০ মিটার।

সর্বনিম্ন বিন্দু → বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ, যা সমুদ্র সমতল থেকে ২৫৫৫ মিটার গভীর। সামুদ্রিক এলাকায় সর্বনিম্ন বিন্দু প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, যা ১০,৯২৪ মিটার বা ৩৫,৮৪০ ফুট গভীর।

স'লসীমা → ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭২ কিমি।

সর্বাধিক সীমান-বেষ্টিত দেশ → দুটি; চীন ও রাশিয়া (উভয় দেশ ১৪টি দেশ কর্তৃক সীমান-বেষ্টিত)।

পানির প্রকারভেদ → দুই প্রকার (৯৭% লবণাক্ত, ৩% সুপেয়)।

সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে → ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।

নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে → ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট।

আবর্তনের গতিবেগ → ৬৬,৭০০ মাইল/ঘন্টা বা ১,০৭,৩২০ কিমি/ঘন্টা।

সূর্য থেকে দূরত্ব → ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ কিমি (প্রায়)।

একমাত্র উপগ্রহ → চাঁদ।

উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন → ২১ জুন।

দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন → ২২ ডিসেম্বর।

সর্বত্র দিনরাত্রি সমান → ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

ভূত্বকের গঠন → লোহা ৩৫%, অক্সিজেন ২৮%, ম্যাগনেসিয়াম ১৭%, সিলিকন ১৩%, সালফার ২.৭%, নিকেল ২.৭%, ক্যালসিয়াম ১.২% ও এলুমিনিয়াম ০.৪%।

আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ → রাশিয়া; ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গকিমি বা ৬৫,৯২,৭৬৮.৮৭ বর্গমাইল।

জনসংখ্যার বৃহত্তম দেশ → চীন, ১৩৪ কোটি ৫৮ লাখ [UNFPA ২০০৯]।

আয়তনে বৃহত্তম মুসলিম দেশ → কাজাখস্তান; ২৭,১৭,৩০০ বর্গকিমি।

জনসংখ্যায় বৃহত্তম মুসলিম দেশ → ইন্দোনেশিয়া।

আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ → ভ্যাটিক্যান; আয়তন ০.৪৪ বর্গকিমি বা ০.১৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯২০ জন (মার্চ ২০১০)।

মহাসাগর → ৫টি; প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ বা এন্টার্কটিকা মহাসাগর ও উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর।

বৃহত্তম মহাসাগর → প্রশান্ত মহাসাগর।

গভীরতম মহাসাগর → প্রশান্ত মহাসাগর।

মহাসাগরের সর্বোচ্চ গভীর খাত → প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

গভীরতম সাগর → ক্যারিবিয়ান সাগর, যার গভীরতা ২২৭৮৮ ফুট বা ৬৯৪৬ মিটার।

বৃহত্তম সাগর → দক্ষিণ চীন সাগর (আয়তন ২৯,৭৪,৬০০ বর্গকিমি)।

দীর্ঘতম নদী → নীল নদ, আফ্রিকা, দৈর্ঘ্য ৬৮২৫ কিমি।

উচ্চতম দ্বীপ → নিউগিনি (সমুদ্র সমতল থেকে যার উচ্চতা ৫০৩০ মিটার বা ১৬৫০০ ফুট)।

বৃহত্তম হ্রদ দ্বীপ → ম্যানিটুলিন, (হিউরন হ্রদ, অন্টারিও; আয়তন ১০৬৮ বর্গমাইল বা ২৭৬৬ বর্গকিমি)।

বৃহত্তম হ্রদ → কাস্পিয়ান, অবস্থান এশিয়া-ইউরোপ; আয়তন ৩,৭১,০০০ বর্গকিমি।

গভীরতম হ্রদ → বৈকাল হ্রদ, রুশ ফেডারেশন; গভীরতা ৫,৩১৫ ফুট বা ১৬২০ মিটার।

মহাদেশ → ৭টি; এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া এবং আন্টার্কটিকা।

আয়তনের বৃহত্তম মহাদেশ → এশিয়া; ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার বর্গকিমি।

লোকসংখ্যায় বৃহত্তম মহাদেশ → এশিয়া; ৪১২ কোটি ১১ লাখ [UNFPA ২০০৯]।

জনশূন্য মহাদেশ → এন্টার্কটিকা।

স্বাধীন দেশ → ১৯৪টি।

জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ১৯২টি।

এলডিসিভুক্ত দেশ → ৪৯টি।

সর্বশেষ স্বাধীন দেশ → কসোভো; স্বাধীনতা লাভ করে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বাধীন দেশ রয়েছে → আফ্রিকা মহাদেশে (৫৩টি)।

প্রধান ধর্ম → ইসলাম, খ্রিষ্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি।

উত্তরের নগরী → হ্যামারফাষ্ট (নরওয়ে)।

দক্ষিণের নগরী → পুয়োর্তো উইলিয়াম (চিলি)।

ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র → ইতালি (কারণ ইতালির মধ্যে ভ্যাটিকান ও সানমারিনো রাষ্ট্র অবস্থিত)।

প্রাচীনতম দেশ → সানমারিনো; ৩০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

উচ্চতম রাজধানী → লাপাজ।

সর্বাধিক রাষ্ট্রভাষার দেশ → ভারত।

পারমাণবিক শক্তিদ্বারা → ৮টি (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া)।

উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ → মাউন্ট এভারেস্ট, চীন নেপাল; ৮৮৫০ মিটার বা ২৯,০৩৫ ফুট।

ঘনবসতিপূর্ণ দেশ → মোনাকো; ১৬,২০৫ জন প্রতি বর্গকিমি []।

কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ → মঙ্গোলিয়া ও নামিবিয়া ২ জন প্রতি বর্গকিমি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার → ১.২%। [UNFPA ২০০৯]।

মহিলা প্রতি উর্বরতার হার → ২.৫৪ শতাংশ।

মাথাপিছু আয় → ৯,৯৭২ মার্কিন ডলার।

সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফিতির দেশ → জিম্বাবুয়ে।

সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের দেশ → কাতার, ১০.৭% [UNFPA ২০০৯]।

সর্বাধিক শিশু মৃত্যুহারের দেশ → সিয়েরা লিওন, প্রতি হাজার জীবিত জনে ২৬২ জন মরে।

সর্বনিম্ন শিশু মৃত্যুহারের দেশ → সিঙ্গাপুর, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, লিচটেনষ্টাইন, আইসল্যান্ড; প্রতি হাজার জীবিত জনে ৩ জন।

সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ → জাপান; ৮২.৭ বছর [UNFPA ২০০৯]।

সর্বনিম্ন গড় আয়ুর দেশ → আফগানিস্তান, ৪৩.৬ বছর [মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯]।

সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা → মান্দারিন (চীনা); শতাধিক কোটি মানুষ এটি ব্যবহার করে।

বৃহত্তম রাজধানী শহর (জনসংখ্যায়) → টোকিও (জাপান); ৩ কোটি ৫৩ লাখ ২৭ হাজার।

বৃহত্তম নগর (জনসংখ্যায়) → সাংহাই (চীন); ১ কোটি ৩৩ লাখ।

উষ্ণতম স্থান → দালোল, দেনাকিল ডিপ্রেসন, ইথিওপিয়া; বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯৩.২০ ফারেনহাইট বা ৩৪০ সেন্টিগ্রেড।

বৃহত্তম মরুভূমি →

- উষ্ণমণ্ডলীয় → সাহারা, উত্তর আফ্রিকা; ৩৫,০০,০০০ বর্গমাইল বা ৯১,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার।

- উপকূলীয় → আতাকামা, চিলি; ৫৪,০০০ বর্গমাইল বা ১৩৯,৮৬০ বর্গকিলোমিটার।

- নাতিশীতোষ্ণ → গোবি মরুভূমি, চীন; ৫,০০,০০০ বর্গমাইল বা ১২,৯৫,০০০ বর্গকিলোমিটার।

পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য → তৈগা।

বৃহত্তম দ্বীপ → গ্রিনল্যান্ড, যার আয়তন ৮,৪০,০০৪ বর্গ মাইল বা ২১,৭৫,৬০০ বর্গকিলোমিটার। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া হলো ব্যাপকভাবে মহাদেশীয় ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ, যার আয়তন ২৯,৪১,৫১৭ বর্গমাইল বা ৭৬,১৮,৪৯৩ বর্গকিলোমিটার।

বৃহত্তম দ্বীপ দেশ → ইন্দোনেশিয়া, যার আয়তন ৭,৩৫,৩৫৮ বর্গমাইল বা ১৯,০৪,৫৬৯ বর্গকিলোমিটার।

বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ → সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া; আয়তন ১,৭১,০৬৯ বর্গমাইল বা ৪,৪৩,০৬৬ বর্গকিলোমিটার।

শীতলতম স্থান → প্লাটু স্টেশন, এন্টার্কটিকা; বার্ষিক গড় তাপমাত্রা- ৫৬.৭০ সেলসিয়াস।

আর্দ্রতম স্থান → মসিনরাম, আসাম, ভারত; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১,৮৭৩ মিলিমিটার বা ৪৬৭৪ ইঞ্চি।

শুষ্কতম স্থান → আতাকামা মরুভূমি, চিলি (বার্ষিক বৃষ্টিপাত অনুযায়ী)।

শুষ্কতম স্থান (জনবসতিপূর্ণ) → আসওয়ান, মিশর; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ০.০২"।

আর্দ্রতম জনবসতিপূর্ণ স্থান → বুয়েনা ভেনতিয়া, কলম্বিয়া, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৬৭ ইঞ্চি বা ৬৭৮১.৮০ মিলিমিটার।

সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্বের মহাদেশ পরিচিতি

এশিয়া →

- আয়তন(বর্গ কিমি) → ৪,৪৫,৭৯,০০০
পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ৩০%
পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ৬০.৪০%
দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ৪৪
জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ৪৪
সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৫০)
সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → মৃত সাগর (-৪০০)

আফ্রিকা →

- আয়তন(বর্গ কিমি) → ৩,০০,৬৫,০০০
পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ২০.০%
পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ১৪.২৯%
দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ৫৩
জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ৫৩
সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → কিলিমাঞ্জারো (৫৯৬৩)
সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → লেক আসাল (-১৫৬)

উত্তর আমেরিকা →

- আয়তন(বর্গ কিমি) → ২,৪৪,৭৪,০০০
পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ১৬.৫%
পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ৭.৯৮%
দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ২৩
জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ২৩
সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → ম্যাককিনলে (৬১৯৪)
সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → ডেথ ভ্যালি (-৮৬)

দক্ষিণ আমেরিকা →

আয়তন(বর্গ কিমি) → ১,৭৮,১৯,০০০

পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ১২%

পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ৫.৮২%

দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ১২

জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ১২

সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → একাঙ্কাগুয়া (৬৯৫৯)

সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → পেনিনসুলা (-৪০)

ইউরোপ →

আয়তন(বর্গ কিমি) → ৯৯,৩৮,০০০

পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ৬.৮%

পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ১১.০০%

দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ৪৮

জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ৪৬

সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → মাউন্ট এলব্রাস (৫৬৩৩)

সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → কাস্পিয়ান সাগর (-২৮.০)

ওশেনিয়া →

আয়তন(বর্গ কিমি) → ৮৪,৮৪,৬২০

পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ৫.৮%

পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা হার → ০.৫১%

দেশসংখ্যা(স্বাধীন দেশ) → ১৪

জাতিসংঘভুক্ত দেশ → ১৪

সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → পুঁসাক জায়া (৪৮৮৪)

সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → লেক আয়ার (-১১৬)

এন্টার্টিকা →

আয়তন(বর্গ কিমি) → ১,৩২,০৯,০০০

পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার → ৮.৯%

সর্বোচ্চ স্থান (মিটার) → ভিনসন ম্যাসিফ (৪৮৮৪)

সর্বনিম্ন স্থান (মিটার) → বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ (-২৫৫.৫)

বিশ্বের দীর্ঘতম যা কিছু→

- ⇒ নদী (যৌথভাবে) → মিসিসিপি মিসৌরী
- ⇒ প্রাচীর → চীনের মহাপ্রাচীর
- ⇒ পর্বতমালা → আন্দিজ পর্বতমালা
- ⇒ সমুদ্র সৈকত → কক্সবাজার
- ⇒ প্রণালী → তাতার প্রণালী
- ⇒ উড়াল সড়কসেতু → বাং না এক্সপ্রেসওয়ে (থাইল্যান্ড, ৫৪ কিমি)
- ⇒ খাল → গ্র্যান্ড খাল
- ⇒ কৃত্রিম খাল → সুয়েজ খাল
- ⇒ রেলপথ → ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ
- ⇒ নদী → নীল নদ
- ⇒ সাঁতারের পথ → ইংলিশ চ্যানেল
- ⇒ বিরতিহীন ট্রেন → ফ্লাইং স্কটসম্যান
- ⇒ রেল সুড়ঙ্গ → তান্না (জাপান)
- ⇒ গিরিখাত → মালাক্কা অববাহিকা
- ⇒ নদী অববাহিকা → আমাজান অববাহিকা
- ⇒ প্রাণী (দীর্ঘজীবী) → কচ্ছপ (জীবনকাল ১৯০-২০০ বছর)
- ⇒ লক্ষ প্রাণী → ক্যাঙ্গারু
- ⇒ করিডোর → রামেশ্বরম মন্দিরের করিডোর
- ⇒ গলাবিশিষ্ট প্রাণী → জিরাফ
- ⇒ মূর্তি → মাদারল্যান্ড (রাশিয়া)
- ⇒ চলচ্চিত্র → দি হিউম্যান কন্ডিশন
- ⇒ যুদ্ধ → শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (ফ্রান্স-ব্রিটেন)
- ⇒ জাহাজ → এমভি মন্ট (পূর্বনাম কনক নেভিস)

- ⇒ মিলিটারি জাহাজ → এন্টারপ্রাইজ ক্লাস
- ⇒ যাত্রীবাহী জাহাজ → ওয়াসিস অব দ্য সি
- ⇒ কাঠের জাহাজ → পিটার ভন ড্যানজিং
- ⇒ সমুদ্র প্রাচীর → সাইমেনজিয়াম সি ওয়াল (দ. কোরিয়া)
- ⇒ সমুদ্র সেতু → হাংবু বে সেতু (চীন)
- ⇒ ঝুলন্ত সেতু → সুতং সেতু (চীন)
- ⇒ রেলওয়ে টানেল → সেইকান টানেল (জাপান)

বিশ্বের দ্রুততম যা কিছু→

- ⇒ প্রাণী → চিতা বাঘ
- ⇒ পাখি → সুইফট পাখি
- ⇒ মাছ → টুনি মাছ
- ⇒ সাপ → আফ্রিকার কালো মাছ
- ⇒ যাত্রীবাহী বিমান → কনকর্ড
- ⇒ যুদ্ধবিমান → লকহিড YF 123 (শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি দ্রুত)
- ⇒ ট্রেন → হারমনি এক্সপ্রেস (চীন)

বিশ্বের উচ্চতম যা কিছু→

- ⇒ মহাসাগর → প্রশান্ত- মহাসাগর
- ⇒ খাদ → মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (প্রশান্ত- মহাসাগর)
- ⇒ সাগর → ক্যারিবিয়ান সাগর
- ⇒ উপসাগর → মেক্সিকো উপসাগর
- ⇒ হ্রদ → বৈকাল হ্রদ
- ⇒ প্রাণী → জিরাফ
- ⇒ শহর → ওয়েন চুয়ান (তিব্বত)
- ⇒ রাজধানী → লাপাজ (বলিভিয়া)
- ⇒ টিভি মাস'ল → কেভিএলওয়াই টিভি মাস্তুল (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ দেশ → তিব্বত
- ⇒ পর্বতমালা → হিমালয়
- ⇒ পর্বতশৃঙ্গ → এভারেস্ট (নেপাল)
- ⇒ মিনার → বাদশাহ হাসান মসজিদের মিনার (মরক্কো)

- ⇒ স্থান → আজিজিয়া (লিবিয়া)
- ⇒ মালভূমি → পামির
- ⇒ ভবন → বুর্জ খলিফা (সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- ⇒ আগ্নেয়গিরি → কটাপেক্সী (আন্দিজ, ইকুয়েডর)
- ⇒ জলপ্রপাত → এঞ্জেল (ভেনিজুয়েলা)
- ⇒ হ্রদ → টিটিকাকা (বলিভিয়া)
- ⇒ গলনাঙ্ক → ট্যাংষ্টেন
- ⇒ বৃক্ষ → ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের রেড উড শ্রেণীর গাছ
- ⇒ গিরিপথ → আল্পিনা
- ⇒ বিশ্বের গভীরতম

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম যা কিছু→

- ⇒ মহাদেশ → ওশেনিয়া
- ⇒ দেশ → ভ্যাটিকান সিটি
- ⇒ মুসলিম দেশ → মালদ্বীপ
- ⇒ দিন → ২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)
- ⇒ রাত → ২১ জুন (উত্তর গোলার্ধে)
- ⇒ নদী → ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ পাখি → হামিং বার্ড
- ⇒ মহাসাগর → আর্কটিক মহাসাগর
- ⇒ গ্রহ → বুধ
- ⇒ গির্জা → চ্যাপেল অব সান্তা-ইসাবেল (ভ্যাটিকান সিটি)
- ⇒ ফুল → পিলিয়া মাইক্রোফোলিয়া
- ⇒ প্রজাতন্ত্র → নারু
- ⇒ মাছ → ইনস্ট্যান্ট ফিস (ওজন ১ মি. গ্রাম)
- ⇒ সাবমেরিন → সেরাফিনা (দৈর্ঘ্য ৪০ সেমি)

বিশ্বের বৃহত্তম যা কিছু→

- ⇒ মহাদেশ → এশিয়া
- ⇒ মহাসাগর → প্রশান্ত মহাসাগর
- ⇒ দেশ (আয়তনে) → রাশিয়া
- ⇒ দেশ (জনসংখ্যায়) → চীন

- ⇒ জনসংখ্যায় (মুসলিম দেশ) → ইন্দোনেশিয়া
- ⇒ মুসলিম দেশ (আয়তনে) → কাজাখস্তান
- ⇒ গ্রহ → বৃহস্পতি
- ⇒ নক্ষত্র → আর-১৩৬-এ
- ⇒ ঘণ্টা → মস্কোর ঘণ্টা
- ⇒ পাখি (ওজনে) → উটপাখি (১৫৫ কেজি)
- ⇒ চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ → রক্সি (নিউইয়র্ক)
- ⇒ দিন → ২১ জুন (উত্তর গোলার্ধে)
- ⇒ রাত → ২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)
- ⇒ ব-দ্বীপ → বাংলাদেশ
- ⇒ মরুভূমি → সাহারা
- ⇒ সাগর → দক্ষিণ চীন সাগর
- ⇒ হ্রদ → কাম্পিয়ান
- ⇒ জলপ্রপাত (পানি পতনে) → গুয়ারাইয়া (ব্রাজিল)
- ⇒ শহর (আয়তনে) → লন্ডন
- ⇒ শহর (লোকসংখ্যায়) → টোকিও (জাপান)
- ⇒ ঘড়ি → বিগ বেন (লন্ডন)
- ⇒ বাঁধ (উচ্চতায়) → রগুন (তাজিকিস্তান)
- ⇒ বাঁধ (আয়তনে) → তারবেলা (পাকিস্তান)
- ⇒ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট → সুন্দরবন
- ⇒ দ্বীপ → গ্রিনল্যান্ড
- ⇒ কৃত্রিম হ্রদ → মিড হ্রদ (বোল্ডার বাঁধ)
- ⇒ মিষ্টি পানির হ্রদ → সুপিরিয়র হ্রদ
- ⇒ গ্রন্থাগার → লাইব্রেরি অব দি কংগ্রেস (ওয়াশিংটন)
- ⇒ মসজিদ → শাহ ফয়সাল মসজিদ (পাকিস্তান)
- ⇒ পর্বতমালা (উচ্চতায়) → হিমালয় পর্বতমালা
- ⇒ পর্বতমালা (দৈর্ঘ্যে) → আন্দিজ পর্বতমালা
- ⇒ জাদুঘর → ব্রিটিশ মিউজিয়াম
- ⇒ সামুদ্রিক পাখি → এলবার্টস
- ⇒ দূরবীক্ষণ যন্ত্র → মাইন্ট, পালোমার (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ আগ্নেয়গিরি → মওনা লোয়া (হাওয়াই)

- ⇒ উপসাগর → মেক্সিকো উপসাগর
- ⇒ সালবেষ্টিত উপসাগর → মেক্সিকো উপসাগর
- ⇒ দ্বীপপুঞ্জ → ইন্দোনেশিয়া
- ⇒ দূতাবাস → জজ ডব্লিউ'স প্লেস (ইরাক)
- ⇒ ছাপাখানা → R R Donnelly Sons
- ⇒ প্রাণী → নীল তিমি
- ⇒ স্থলজ প্রাণী → হাতি
- ⇒ স্থলপায়ী প্রাণী → নীল তিমি
- ⇒ ডানা → এলবার্টস
- ⇒ ফুল → রাফলেশিয়া(Rafletia) আরনল্ড (জাভা)
- ⇒ প্রাসাদ → ইম্পেরিয়াল প্যালেস (চীন)
- ⇒ উপদ্বীপ → ভারত
- ⇒ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র → তুরখানাস্ক (রাশিয়া)
- ⇒ পার্ক → ইয়েলো ষ্টোন ন্যাশনাল পার্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ গির্জা → সেন্ট পিটারের প্রাসাদ (ভ্যাটিকান)
- ⇒ হীরক খনি → কিম্বার্লি (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- ⇒ গিরিখাত → গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন
- ⇒ যাত্রীবাহী বিমান → এয়ারবাস এ-৩৮০
- ⇒ ব্যাংক → সিটি ব্যাংক (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ জেলখানা → খারকভ জেলখানা (রাশিয়া)
- ⇒ রাজনৈতিক দল → চীনা সোস্যালিস্ট পার্টি
- ⇒ পার্লামেন্ট → চায়না ন্যাশনাল কংগ্রেস
- ⇒ কোম্পানি → সিটি গ্রুপ (যুক্তরাষ্ট্র)
- ⇒ কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান → মাইক্রোসফট লিঃ
- ⇒ লৌহ খনি → বুরুকুটুর (ব্রাজিল)
- ⇒ বনাঞ্চল → কনফোরাস বন
- ⇒ তৃণাঞ্চল → প্রেইরি
- ⇒ অরণ্য → তৈগা (রাশিয়া)
- ⇒ বন্দর → নিউইয়র্ক বন্দর
- ⇒ মরুভূমি (এশিয়ায়) → গোবি (মঙ্গোলিয়া)

বিশ্বের বিখ্যাত মহাসাগর→

- ⇒ পৃথিবীতে মহাসাগর → পাঁচটি।
- ⇒ প্যাসিফিক শব্দের অর্থ → শান্ত।
- ⇒ আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগর → প্রশান্ত- মহাসাগর।
- ⇒ মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত → বারিমণ্ডল।
- ⇒ উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে বলে → মহাসাগর (Ocean)।
- ⇒ পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর নাম → প্রশান্ত- মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।
- ⇒ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্রের নাম → ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, পালাউ, নাউরু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।
- ⇒ আটলান্টিক মহাসাগরের উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্রগুলো → যুক্তরাজ্য, বাহামা, বারমুডা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গ্রীনল্যান্ড, কিউবা ইত্যাদি।
- ⇒ আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থান → ন্যায়ার্স (পুয়ের্তোরিকা)।
- ⇒ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়া প্রথম নারী → জেনিফার ফিগে, যুক্তরাষ্ট্র (১২ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।
- ⇒ প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন ‘প্যাসিফিক’ → পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান।
- ⇒ প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম → মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।
- ⇒ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলো → সিসিলি, মরিশাস, দিয়াগো, গার্সিয়া, মালদ্বীপ ও মালাগাসি।
- ⇒ পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর → প্রশান্ত মহাসাগর।
- ⇒ ভূ-মধ্যসাগরের গভীরতম স্থানের নাম → মাতাপ্যান।
- ⇒ দক্ষিণ মহাসাগরের অন্য নাম → কুমেরু মহাসাগর।
- ⇒ দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত → দক্ষিণ মেরুর নিকটস্থ এন্টার্কটিকা মহাদেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত।
- ⇒ আয়তনে সবচেয়ে ছোট মহাসাগর → এন্টার্কটিকা মহাসাগর (দক্ষিণ মহাসাগর)।

- ⇒ আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগরের অন্য নাম → সুমেরু মহাসাগর।
- ⇒ পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট বেরিয়ার রীফ অবস্থিত → প্রশান্ত- মহাসাগরে।
- ⇒ ‘টাইটানিক জাহাজ’ নিমজ্জিত হয়েছিল কোন মহাসাগরে → আটলান্টিক মহাসাগরে (১৫ এপ্রিল ১৯১২ সালে)।

ইংলিশ চ্যানেল→

- ⇒ ইংলিশ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য → ৫৬০ কিলোমিটার।
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল কোন দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে → আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর মহাসাগর।
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম নারী → গার্টেড ইউরি লে, যুক্তরাষ্ট্র (১৯২৬)।
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম ব্যক্তি → ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব, ব্রিটেন (২৫ আগস্ট ১৮৭৫)
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম বাঙালি → ব্রজেন দাস, বাংলাদেশ।
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম ভারতীয় → মিহির সেন, ১৯৫৮ সালে।
- ⇒ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম বাঙালি ও এশীয় নারী → আরতি সেনগুপ্ত, ভারত।

বিশ্বের উপসাগর বা ‘বে’ (Bay)→

- ⇒ তিন দিক স্থলদ্বারা বেষ্টিত পানিরশিকে বে (ইধু) বা উপসাগর বলে। স্থলভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হয়, তাহলে তাকে বে বলে। যেমন- বে অব বেঙ্গল, হাডসন বে।
- ⇒ গালফ (Gulf) → এর আভিধানিক অর্থও উপসাগর। তবে স'লভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি হয়, তবে তাকে গালফ বলা হয়। যেমন → পার্সিয়ান গালফ, গালফ অব মেক্সিকো।
- ⇒ হরমুজ প্রণালী অবস্থিত → ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে।
- ⇒ বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর → মেক্সিকো উপসাগর (গালফ হিসেবে) ও বঙ্গোপসাগরে (বে হিসেবে)।
- ⇒ কোন নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে → মিসিসিপি।
- ⇒ জেমস উপসাগর কোন দেশে অবস্থিত → কানাডায়।
- ⇒ পারস্য উপসাগরে কোন দ্বীপ অবস্থিত → বাহরাইন দ্বীপ।

- ⇒ উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ → গাঢ় নীল।
- ⇒ ব্যাফিন উপসাগর অবস্থিত → কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে।
- ⇒ হাডসন উপসাগর অবস্থিত → কানাডায়।
- ⇒ আলাস্কা উপসাগর কোন মহাদেশে অবস্থিত → উত্তর আমেরিকা।
- ⇒ বুথিয়া উপসাগর অবস্থিত → কানাডায়।
- ⇒ কয়েকটি বিখ্যাত উপসাগর

--বঙ্গোপসাগর → ⇒ আয়তন ২২,০০,০০০ ব. কিমি

--মেক্সিকো উপসাগর → ⇒ আয়তন ১৫,৪২,৯৮৫ ব. কিমি

--হাডসন উপসাগর → ⇒ আয়তন ১২,৩২,৩০০ ব. কিমি

--পারস্য উপসাগর → ⇒ আয়তন ২,৩৭,৭৬০ ব. কিমি

বিশ্বের সাগর→

- ⇒ মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানিরাশিকে বলে → সাগর (Sea)।
- ⇒ লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম → সাইনাস আরাবিকাস।
- ⇒ UNCLOS চুক্তি কার্যকর হয় → ১৬ বৈশ্ব ১৯৯৪।
- ⇒ আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাগর → দক্ষিণ চীন সাগর (২৯,৭৪,৬০০ বর্গ কিমি)।
- ⇒ এজিয়ান সাগর অবস্থিত → গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যবর্তী স্থানে।
- ⇒ বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম সাগর → ক্যারিবিয়ান সাগর (৭২৩৯ মিটার)।
- ⇒ যে দুই সাগরের মাঝে কোরিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত → জাপান সাগর ও পীত সাগর।
- ⇒ কোন সাগরের তীরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ অবস্থিত → ভূমধ্যসাগরের তীরে।
- ⇒ শৈবাল সাগর → উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রান্ত দিয়ে বিভিন্ন স্রোত প্রবাহের ফলে মাঝামাঝি স্থান স্রোতবাহিত ডালপালা, ঘাস, শৈবাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে যে স্রোতহীন সাগরের সৃষ্টি হয়েছে তা শৈবাল সাগর নামে পরিচিত।

⇒ ইউনাইটেড ন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য ল' অব দ্য সি (UNCLOS) স্বাক্ষরিত হয় → ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২।

এক নজরে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সাগর →

নাম → ক্যারিবিয়ান সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ২৫,১৫,৯০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ২,৫৬০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৭,২৩৯

নাম → ওখোটস্ক সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ১৩,৯২,১০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ৮৩৮

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৩,৬৫৮

নাম → ভূমধ্যসাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ২৫,১০,০০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ১,৪২৯

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৪,৬৩২

নাম → দক্ষিণ চীন সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ২৯,৭৪,৬০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ১,৬২৫

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৫,০১৬

নাম → বেরিং সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ২২,৬১,১০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ১,৫৪৭

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৪,৭৭৩

নাম → উত্তর সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ৫,৭৫,৩০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ৯০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৬৬০

নাম → কৃষ্ণ সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ৫,০৭,৯০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ১১০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ২,২৪৪

নাম → জাপান (পূর্ব) সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ১০,১২,৯০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ১,৩৭০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৩,৭৪২

নাম → লোহিত সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ৪,৩৭,৭০০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ৪৯০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ২,২১১

নাম → বাল্টিক সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ৪,২২,১৬০

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ৫৫

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ৪২১

নাম → পীত সাগর

⇒ আয়তন (ব. কিমি) → ১২,৪৩,১৯৫

⇒ গড় গভীরতা (মি) → ৪৯

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) → ১০৬

এক নজরে বিশ্বের মহাসাগর

নাম → প্রশান্ত

⇒ আয়তন → ১৫,৫৫,৫৭,০০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) → ১০,৯২৪

⇒ গড় গভীরতা (মি.) → ৪,০৭৯

⇒ গভীরতম স্থানের নাম → মারিয়ানা ট্রেঞ্চ

নাম → আটলান্টিক

⇒ আয়তন → ৭,৬৭,৬২,০০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) → ৯,২১৯

⇒ গড় গভীরতা (মি.) → ৩,৯২৬

⇒ গভীরতম স্থানের নাম → ন্যায়ার্স

নাম → ভারত মহাসাগর

⇒ আয়তন → ৬,৮৫,৫৬,০০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) → ৭,৪৫৫

⇒ গড় গভীরতা (মি.) → ৩,৯৬৩

⇒ গভীরতম স্থানের নাম → সুন্দা দ্বীপ

নাম → দক্ষিণ মহাসাগর

⇒ আয়তন → ২,০৩,২৭,০০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) → ৫,৭৪৫

⇒ গড় গভীরতা (মি.) → ১৪৯

⇒ গভীরতম স্থানের নাম →

নাম → উত্তর বা আর্কটিক মহাসাগর

⇒ আয়তন → ১,৪০,৫৬,০০০

⇒ সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.) → ৫,৬২৫

⇒ গড় গভীরতা (মি.) → ১,২০৫

⇒ গভীরতম স্থানের নাম → ইউরেশিয়ান বেসিন

এশিয়া মহাদেশ →

পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ → এশিয়া।

এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান → ১০ডিগ্রী দক্ষিণ থেকে ৭৮ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ২৫ ডিগ্রী পূর্ব থেকে ১৭০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত-বিস্তৃত।

মহাদেশ দুটিকে একসাথে ইউরেশিয়া বলা হয় → এশিয়া ও ইউরোপ

এশিয়া ও ইউরোপকে ইউরেশিয়া বলা হয় → ইউরোপ মহাদেশের সাথে স্থল দ্বারা এশিয়া মহাদেশ যুক্ত হওয়ায়।

এশিয়া মহাদেশ অন্যান্য মহাদেশের চেয়ে বড় → আফ্রিকার প্রায় ১.৫, উত্তর আমেরিকার ১.৮২, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ২.৪, ইউরোপের প্রায় ৪.১৯, অস্ট্রেলিয়ার ৫.৭৩ এবং এন্টার্কটিকা ৩.১২ গুণ বড়।

এশিয়া মহাদেশের আয়তন → ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার বর্গ কিলোমিটার।

এশিয়া মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের শতাংশ → ৩০ শতাংশ।

এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা → ৪১২ কোটি ১১ লাখ [UNFPA ২০০৯]।

এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → মাউন্ট এভারেস্ট।

এশিয়া মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → মৃত সাগর।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম উপদ্বীপ → আরব উপদ্বীপ।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ → বোর্নিও।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম সাগর → দক্ষিণ চীন সাগর।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদের নাম → কাস্পিয়ান। উল্লেখ্য, এটি এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।

এশিয়া মহাদেশের গভীরতম হ্রদের নাম → বৈকাল হ্রদ।

এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ → মাউন্ট এভারেস্ট; অবস্থান চীন-নেপাল সীমান্ত।

এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম → ইয়াংসিকিয়াং (চীন)।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম মরুভূমি → গোবি মরুভূমি, অবস্থান চীন-মঙ্গোলিয়া।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম সমভূমির নাম → পশ্চিম সাইবেরীয় সমভূমি।

আয়তনে এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → চীন।

জনসংখ্যায় এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → চীন (১৩৪ কোটি ৫৮ লাখ) [UNFPA ২০০৯]।

আয়তনে এশিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → মালদ্বীপ।

জনসংখ্যায় এশিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → মালদ্বীপ (৩ লাখ) (UNFPA ২০০৯)।

এশিয়া মহাদেশের সর্ব পশ্চিমের বিন্দুর নাম → বেবা অন্তরীপ।

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম অরণ্য → তৈগা।

এশিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ → ৪৪টি।

এশিয়া মহাদেশের ৪৪তম স্বাধীন দেশ → পূর্ব তিমুর।

এশিয়ার সর্ব উত্তরের বিন্দু → চেলিউসকিন অন্তরীপ।

ইউরোপ মহাদেশ →

ইউরোপ মহাদেশের আয়তন → ৯৯ লাখ ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার (পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৬,৪০০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪৮০০ কিলোমিটার)।

পৃথিবীর মোট আয়তনের শতাংশ ইউরোপ → ৬.৮ শতাংশ।

ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা → ৭৩ কোটি ২২ লাখ

আয়তনে ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম দেশের নাম → রাশিয়া।

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → রাশিয়া; ১৪ কোটি ৯ লাখ।

আয়তনে ইউরোপ মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → ভ্যাটিকান সিটি।

জনসংখ্যায় ইউরোপ মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → ভ্যাটিকান সিটি (৯২০ জন; মে ২০১০)।

ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম উপদ্বীপ → স্ক্যান্ডিনেভিয়া।

ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ → গ্রিনল্যান্ড।

ইউরোপ মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → মাউন্ট এলব্রাস।

ইউরোপ মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → কাস্পিয়ান সাগর।

ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম সাগরের নাম → ভূমধ্যসাগর।

ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ → লাডোগা হ্রদ।

ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘতম পর্বতমালা → আল্পস।

ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম → ভলগা।

ইউরোপ মহাদেশের বৃহত্তম সমভূমি → মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি।

ইউরোপের দ্বার বলা হয় শহরকে → ভিয়েনা।

ইউরোপের বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথের নাম → চ্যানেল টানেল।

ইউরোপের ককপিট বলা হয় → বেলজিয়াম দেশকে।

ইউরোপ মহাদেশের স্বাধী দেশ → ৪৮টি।

অঞ্চলভিত্তিক ইউরোপের দেশসমূহ

আফ্রিকা মহাদেশ →

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ → আফ্রিকা।

আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন → ৩ কোটি ৬৫ হাজার বর্গকিমি।

আয়তনে আফ্রিকা মহাদেশ পৃথিবীর মোট → ২০ শতাংশ।

আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা → ১০০ কোটি ৯৯ লাখ

আয়তনে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → সুদান।

আয়তন ও জনসংখ্যা আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশের নাম → সিসেলেস।

জনসংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশের নাম → নাইজেরিয়া (১৫ কোটি ১৫ লাখ)

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → কিলিমাঞ্জারো (তাজানিয়া)।

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → লেক আসাল (জিবুতি)।

আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম মরুভূমির নাম → সাহারা।

আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম → নীলনদ।

আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ → মাদাগাস্কার।

আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীন দেশ → ৫৩টি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ →

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ → উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আয়তন → ২ কোটি ৪৪ লাখ ৭৪ হাজার বর্গ কিমি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ পৃথিবীর মোট আয়তনের ১৬.৫ শতাংশ।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের জনসংখ্যা → ৫৪ কোটি ১৭ লাখ।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব → ১৫ জন।

আয়তনে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → কানাডা।

জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশের নাম → যুক্তরাষ্ট্র (৩১ কোটি ৪৭ লাখ)।

আয়তনে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।

জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → ম্যাককিনলি (যুক্তরাষ্ট্র)।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → ডেথ ভ্যালি (যুক্তরাষ্ট্র)।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ → সুপিরিয়র।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম → মিসিসিপি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উষ্ণতম স্থান → ডেথ ভ্যালি (ক্যালিফোর্নিয়া)।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের গভীরতম গিরিখাত → গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্নকারী খালের নাম → পানামা খাল।

আয়তনে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম জলপ্রপাতের নাম → নায়াগ্রা।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি → মেক্সিকোর পোপোক্যাটপেল।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বৃহত্তম পার্ক → কানাডার উড বাফেলো।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের স্বাধীন দেশ → ২৩টি।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ →

দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন → ১ কোটি ৭৮ লাখ ১৯ হাজার বর্গকিমি।

দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর মোট আয়তনের শতাংশ → ১২ শতাংশ।

দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা → ৩৮ কোটি ৯১ লাখ।

দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য → ২৭ হাজার ৭০০ কিলোমিটার।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতমালার নাম → আন্দিজ পর্বতমালা।

দক্ষিণ আমেরিকার বনভূমি এর মোট আয়তনের অংশ → মোট আয়তনের ৫২ শতাংশ।

উচ্চতা অনুযায়ী দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম → এঞ্জেল ফলস (ভেনিজুয়েলা)।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ বিন্দু → একাঙ্কাগুয়া (আর্জেন্টিনা)।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনিম্ন বিন্দু → পেনিনসুলা (আর্জেন্টিনা)।

দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী → আমাজান।

দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চতম (পানির পরিমাণ অনুযায়ী) জলপ্রপাত → গুয়ারিয়া (ব্রাজিল); ১৩০০ কিউবিক/ সেকেন্ড।

জনসংখ্যার দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → ব্রাজিল (১৯ কোটি ৩৭ লাখ)।

আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ → ব্রাজিল।

জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশের নাম → সুরিনাম (৪,৬১,০০০)।

আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ → সুরিনাম।

দক্ষিণ আমেরিকার চির বসনে-র দেশের নাম → ইকুয়েডর।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানীর নাম → লাপাজ (বলিভিয়া)।

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে → স্পেন দেশ।

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন দেশ → ১২টি।

ওশেনিয়া মহাদেশ

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ → ওশেনিয়া।

ওশেনিয়া মহাদেশের আয়তন → ৮৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬২০ বর্গকিমি।

ওশেনিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মোট আয়তনের ৫.৮ অংশ।

ওশেনিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা → ৩ কোটি ৫৪ লাখ।

ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → পুঁসাক জায়া।

ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → লেক আয়ার।

আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → অস্ট্রেলিয়া, আয়তন ৭৬ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫ বর্গকিমি।

জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ → অস্ট্রেলিয়া; ২ কোটি ১৩ লাখ।

আয়তনে ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → নাউরু।

জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ → টুভালু।

ওশেনিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ → ১৪টি।

ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম → মারে ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া)।

ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ → আয়ার।

ওশেনিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ → পাটজক জাজা (ইরিয়ান)।

ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ → নিউগিনি।

এন্টার্কটিকা মহাদেশ →

এন্টার্কটিকা মহাদেশের আয়তন → ১ কোটি ৩২ লাখ ৯ হাজার বর্গকিমি।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের → ৮.৯% শতাংশ।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি → মাউন্ড ইরেবাস।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ বিন্দু → ভিসন ম্যাসিফ; ৫১৪০ মিটার।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বনিম্ন বিন্দু → বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ, -২৫৫৫ মিটার।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের জীবজন্তু সমূহ → এন্টার্কটিকার প্রাণীদের মধ্যে পেঙ্গুইন, তিমি ও সীল মাছ অন্যতম।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের প্রধান সম্পদ → প্রধান সম্পদ সামুদ্রিক পাথর।

এন্টার্কটিকা মহাদেশের জলবায়ু → শৈত্যপ্রবাহ, তুষার ঝড়, মেঘময় ও কুয়াশায় মেরুদেশীয় আবহাওয়া। বড় বড় বরফখণ্ড বা আইসবার্গ উপকূল অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে।

বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমূহ

বাংলাদেশ ⇨ - বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭১

ভারত ⇨ -রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ১৯৩৫

পাকিস্তান ⇨ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৮৪

জাপান ⇨ দি ব্যাংক অব জাপান ১৮৮২

চীন ⇨ দি ব্যাংক অব চায়না ১৯১৮

কানাডা ⇨ দি ব্যাংক অব কানাডা ১৯৩৪

ফ্রান্স ⇨ দি ব্যাংক অব ফ্রান্স ১৮০০

যুক্তরাষ্ট্র ⇨ দি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ১৯১৩

যুক্তরাজ্য ⇨ দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৬৯৪

রাশিয়া ⇨ দি গস ব্যাংক ১৯১৭

সুইজারল্যান্ড ⇨ দি সুই ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯০৭

অস্ট্রেলিয়া ⇨ দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ১৯৬০

তুরস্ক ⇨ মারকেজ ব্যাংকসী ১৯৩১

ইরাক ⇨ দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইরাক ১৯৪৯

কিউবা ⇨ দি কিউবিয়ান ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯৫০

ইটালী ⇨ দি ব্যাংক অব ইটালি

পর্তুগাল ⇨ দি ব্যাংক অব পর্তুগাল ১৯৪৬

জার্মানী ⇨ গুয়েল্ডার্স বার্গ ১৯৩৫

ব্রাজিল ⇨ দি রেন কোহা ব্রাজিল ১৯৪১

মেক্সিকো ⇨ দি ব্যাংক অব মেক্সিকো ১৯২৫

ইরান ⇨ দি ব্যাংক অব মারকাজী ১৯৬১

সুইডেন ⇨ রিকস ব্যাংক

নরওয়ে ⇨ ব্যাংক অব নরওয়ে

নেদারল্যান্ড ⇨ দি নেদারল্যান্ড ব্যাংক

ফিলিপাইন ⇨ সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইন

বিশ্বের কতিপয় জাতীয় নাম

বাংলাদেশ ⇨ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

অস্ট্রিয়া ⇨ অয়েস্টারিক

জাপান ⇨ নিপ্পন কাকু

মেক্সিকো ⇨ ইস্টারোস উইনডোম, মেক্সিকানোস

গ্যাবন ⇨ রিপাবলিক গ্যাবনাইজ

ফ্রান্স ⇨ রিপাবলিক ফ্রান্সাইজ

ফিনল্যান্ড ⇨ মৌলি

সুইজারল্যান্ড ⇨ হেলভিটিয়

স্পেন ⇨ হিস্পানিয়া

পর্তুগাল ⇨ রিপাবলিক পর্তুগুয়েসা

পোল্যান্ড ⇨ পোলাঙ্কা

গিনি ⇨ রিপাবলিক ডি গুয়েনা

গ্রিনল্যান্ড ⇨ গ্রোন্ডল্যান্ড

গ্রিস ⇨ হেল্লাস

চেকোশ্লোভাকিয়া ⇨ চেকোশ্লোভোসকা

চাঁদ ⇨ রিপাবলিক ডিইডটি চাঁদ-

ইটালী ⇨ রিপাবলিক ইটালী